بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

বদরের যুদ্ধের পরিস্থিতি এবং ঘটনাবলীর বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ৭ জুলাই, ২০২৩ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন :

গত খুতবায় মুসলমান সেনাদল সম্পর্কে মক্কার কাফিরদের মাঝে ত্রাস সৃষ্টি হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে আবু জাহল ও উতবা'র বাকবিতন্ডার কথা বর্ণনা করা হয়েছিল। পরবর্তীতে আবু জাহলের উস্কানীতে উতবা যুদ্ধের ঘোষণা প্রদান করে আর এভাবে আনুষ্ঠানিকভাবে বদরের যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

উতবা বিন রবীয়্যা তার ভাই শায়বা বিন রবিয়্যা এবং পুত্র ওয়ালীদ বিন উতবার মাঝখানে আসছিল। সে সামনে অগ্রসর হয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য মুসলমানদের আহ্বান জানায়। হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, আনসারের কয়েকজন যুবক এ উদ্দেশ্যে এগিয়ে গেলে উতবা বলে, তোমরা কারা? তোমাদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তো কেবল আমাদের চাচাতো ভাইদের সাথে লড়াই করতে চাই। এরপর সে উচ্চস্বরে বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আমাদের আত্মীয়দের মাঝে থেকে যারা আমাদের সমতুল্য তাদেরকে আমাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য প্রেরণ করো। তখন মহানবী (সা.) হযরত হামযা, হযরত আলী এবং হযরত উবায়দা বিন হারিস (রা.)-কে দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য প্রেরণ করেন। হযরত হামযা (রা.) উতবার সঙ্গে, হযরত আলী (রা.) শায়বার সঙ্গে এবং হযরত উবায়দা (রা.) ওয়ালীদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে হযরত হামযা ও হযরত আলী (রা.) উভয়েই তাদের শত্রুদের হত্যা করেন।

হযরত হামযা (রা.) এবং হযরত আলী (রা.) হযরত উবায়দা বিন হারিস (রা.) কে নিজেদের শিবিরে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। তিনি তার পা হারিয়ে ছিলেন। তাকে মহানবী (সা.)-এর কাছে নিয়ে যাওয়া হলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি কি শহীদ হিসেবে গণ্য হবো? উত্তরে মহানবী (সা.) বলেন,

তুমি অবশ্যই শহীদ হিসেবে গণ্য হবে। বদরের প্রান্তর থেকে ফেরার পথে হযরত উবায়দা (রা.) উক্ত আঘাতের পরিণামে শাহাদত বরণ করেন।

যখন উভয় পক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তখন আবু জাহল দোয়া করেছিল, হে খোদা! আমাদের মধ্যে যারা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে এবং এমন কথা বলে যা আগে কেউ শোনেনি, তুমি তাদেরকে ধ্বংস করে দাও।

হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেন : মনে হয় আবু জাহলের এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে নাউযুবিল্লাহ্, মহানবী (সা.) এর জীবন পুত-পবিত্র নয়। তাই সে আন্তরিকভাবে দোয়া করেছিল। কিন্তু এই দোয়ার পরে সে এক ঘন্টাও বেঁচে থাকতে পারেনি, ঐশী ক্রোধ সেখানেই তাকে হত্যা করে আর যার নিষ্কলুষ জীবনের উপর সে কলঙ্ক লেপন করত তিনি বিজয়ীর বেশে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসেন।

মুসলমানদের সামনে তাদের থেকে তিন গুণ বড় সৈন্যবাহিনী ইসলামের নাম ও নিশান মুছে ফেলার প্রত্যয় নিয়ে সর্বপ্রকার যুদ্ধ সরঞ্জামে সজ্জিত হয়ে মাঠে নামে। অপরদিকে মুসলমানরা সংখ্যায় খুবই নগন্য ছিল। কিন্তু জীবন্ত ঈমান তাদেরকে অলৌকিক শক্তিতে বলীয়ান করে তোলে। হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) এর মুক্তিপ্রাপ্ত দাস হযরত মাহজা'আ (রা.) কে একটি তিরের নিশানা বানানো হয় যার ফলে তিনি শাহাদত বরণ করেন। মুসলমানদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম শাহাদত বরণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। মহানবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি আজ ধৈর্যের সাথে ও পুণ্যের খাতিরে যুদ্ধ করবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না খোদা তাআলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এটা শুনে বনু সালমা গোত্রের হযরত উমায়ের বিন হাম্মাম (রা.) বলেন, (সে সময় তার হাতে কিছু খেঁজুর ছিল যা সে খাচ্ছিল) আমার ও জান্নাতের মধ্যে একমাত্র অন্তরায় কি এটি যে, আমাকে তারা শহীদ করবে? এরপর তিনি তরবারি হাতে নিয়ে শহীদ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। হুযুর আনোয়ার বলেন : আফরা'র পুত্র হযরত অওফ বিন হারেস মহানবী (সা.)-কে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দার কোন্ কাজে সন্তুষ্ট হন? তিনি (সা.) বলেন, লৌহবর্ম খুলে শত্রুকে হত্যা করাতে আল্লাহ্ তাআলা সন্তুষ্ট হন। তখন তিনি নিজের লৌহবর্ম খুলে ফেলে দেন এবং অনেক কাফিরকে হত্যা করার পর নিজেও শাহাদত বরণ করেন।

যুদ্ধের পর মহানবী (সা.) আবু জাহলকে খুঁজতে থাকেন কিন্তু তাকে না পেয়ে দোয়া করেন, হে খোদা! তুমি আমাকে এ উম্মতের ফেরাউনের বিরুদ্ধে পরাজিত করো না। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) মহানবী (সা.) এর নির্দেশ অনুযায়ী হাঁটুতে আঘাতের চিহ্ন দ্বারা আবু জাহলকে চিনতে পেরেছিলেন। তার মধ্যে জীবন তখনও কিছু বাকি ছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে তার ঘাড় বরাবর কেটে ফেলার ইচ্ছা প্রকাশ করল। ঐ সাহাবী বললেন, 'আমি তোর এই ইচ্ছাও পূরণ হতে দেব না।" এ কথা বলে তিনি চিবুক থেকে তার ঘাড় কেটে মহানবী (সা.)-এর খেদমতে এনে তাঁর পায়ের কাছে রাখলেন। মহানবী (সা.) আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করলেন এবং বললেন : আল্লাহ্‌ই পবিত্র, তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহানবী (সা.) এই দোয়াও করেছিলেন যে, হে আল্লাহ্, এমন যেন না হয় যে সে তোমার হাত থেকে পালিয়ে যায়। হযরত কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেছেন : প্রত্যেক জাতির একটি ফেরাউন আছে, এ জাতির ফেরাউন হলো আবু জাহল।

হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেন : আবু জাহলকে ফেরাউন বলা হলেও আমার কাছে সে ফেরাউনের চেয়েও বেশি। ফেরাউন অবশেষে বলেছিল 'আমি ঈমান রাখি যে, ইসরাঈলরা যার প্রতি ঈমান রাখে তিনি ছাড়া আর অন্য কোন উপাস্য নেই।' কিন্তু আবু জাহল শেষ পর্যন্ত ঈমান আনেনি,

মক্কার যাবতীয় নৈরাজ্য তারই দ্বারা সংঘটিত ছিল এবং সে ছিল অত্যন্ত অহংকারী ও আত্মকেন্দ্রিক এবং মহানুভবতা ও সম্মানের প্রত্যাশী।

হযরত ইমাম রাযি (রহ.) সূরা আনফালের আয়াত **ওয়া মা রামায়তা ইয রামায়তা ওয়ালাকিন্নাল্লাহা রামা-** এর তাফসীর বর্ণনা করে লিখেছেন: "যখন কুরাইশরা লড়াই শুরু করে তখন মহানবী (সা.) দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে তা চাচ্ছি যার প্রতিশ্রুতি তুমি দিয়েছ। এরপর হযরত জীব্রাঈল (আ.) তাঁর কাছে আসেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! এক মুষ্ঠি কঙ্কর নিয়ে কাফিরদের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করুন। এর ফলে মুশরিকদের অবস্থা এমন হয় যে, তাদের মাঝে এমন কেউ বাকী ছিল না যার চোখে এর প্রভাব পড়ে নি আর সবাই অন্ধের ন্যায় হয়ে যায় এবং এমন ভীতি ও ত্রাস তাদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে যে, তারা উন্মাদের ন্যায় দিগ্বিদিক পালাতে শুরু করে। এইভাবে তারা পরাজিত হয়।

এরপরই আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন, ওয়া মা রামায়তা ইয রামায়তা ওয়ালাকিন্নাল্লাহা রামা অর্থাৎ, আর যখন তুমি কঙ্কর নিক্ষেপ করেছ তখন প্রকৃতপক্ষে তুমি তা নিক্ষেপ করো নি বরং আল্লাহ্ নিক্ষেপ করেছে। কেননা তোমার নিক্ষেপের প্রভাব একজন সাধারণ মানুষের মতই হতে পারে, ফলে আল্লাহ্ সেটি নিক্ষেপ করেছেন যার ফলে এই ধূলিকণা তাদের চোখে পৌঁছায়, তাই বাহ্যত নিক্ষেপের এ কাজ মহানবী (সা.) করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু এর প্রভাব আল্লাহ্ তাআলা জারি করেছিলেন।

জীব্রাঈল মহানবী (সা.)-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলমানদের তিনি কী পদমর্যাদা দেবেন? মহানবী (সা.) বলেন, তারা হবেন মুসলমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। জীব্রাঈল উত্তর দিলেন, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ফিরিশ্তারাও শ্রেষ্ঠ হবেন।

কেউ কেউ মনে করেন যে ফেরেশতাদের অবতরণ শুধুমাত্র মুমিনদের জন্য সুসংবাদ এবং হৃদয়ের প্রশান্তির জন্য ছিল, অন্যথায় প্রকৃতপক্ষে ফিরিশ্তাদের অবতরণ ছিল না। হুযুর আনোয়ার এই ধারণাটিকে সহীহ হাদীসের পরিপন্থী আখ্যা দিয়ে বলেন ঃ বাহ্যত এখানে একটি সমস্যা সৃষ্টি হয় যে, বিজয়ের জন্য যদি একজন ফেরেশতাই যথেষ্ট হতো তাহলে হাজার হাজার ফেরেশ্তা কেন নাযিল করা হলো। ইমাম ইবনে কাসির যুদ্ধের সময় ফেরেশতাদের অবতরণের হাদিস উদ্ধৃত করে লিখেছেন যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ফেরেশতাদের অবতরণ এবং মুসলমানদের কাছে এ ঘোষণাটি ছিল সুসংবাদ স্বরূপ, অন্যথায় এটা ছাড়াও আল্লাহ্ মুসলমানদের তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করতে পারতেন।

যখন প্রকাশ্য যুদ্ধ শুরু হয় অল্পক্ষণের মধ্যেই মোশরেক বাহিনীর মধ্যে ব্যর্থতা ও ভয়ের লক্ষণাবলী স্পষ্ট হতে থাকে। তাদের সারিবদ্ধ লাইনগুলি মুসলমানদের প্রবল-পরাক্রম আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। তারা দিক্বিদিক জ্ঞানশূন্য অবস্থায় এদিক ওদিক দৌড়তে আরম্ভ করে। মুসলমানরা তাদের অনুসরণ করে তাদের পরাস্ত করে।

মুশরিকদের পরাজয় ও মুসলমানদের বিজয়ের মধ্য দিয়ে এই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে এবং এতে চৌদ্দ জন মুসলমান (ছয় মুহাজির ও আট আনসার) শহীদ হলেও মুশরিকদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়, তাদের সত্তর জন নিহত হয় এবং সত্তর জন বন্দী হয়, যাদের মধ্যে সর্দার ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা ছিল।

পরিশেষে হুযূর (আই.) বিশেষ দোয়ার প্রতি জামা'তের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হুযূর (আই.) ফিলিস্তিনের মুসলমানদের জন্য দোয়া করে বলেন, আল্লাহ্ তাদের অবস্থা অনুকূল করে দিন এবং নির্যাতিতদের সাহায্য করুন। তিনি তাদের এমন নেতৃত্ব দান করুন যারা তাদের অধিকার রক্ষা করবে, তাদের সঠিক পথ দেখাবে এবং তাদের ওপর যে অকথ্য নীপিড়ন-নির্যাতন হচ্ছে তা বন্ধ করার চেষ্টা করবে।

একইভাবে সুইডেনে এবং অন্যান্য দেশে যেখানে বাক-স্বাধীনতার নামে জনগণকে অন্যের আবেগ-অনুভূতি নিয়ে খেলার অবাধ সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, সেখানে তারা মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করছে। তারা পবিত্র কুরআনকে অসম্মান করছে এবং মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে অবমাননাকর উক্তি করছে। আল্লাহ্ তাআলা তাদের গ্রেফতারের ব্যবস্থা করুন।

ফ্রান্সেও মুসলমানদেরকে আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত করা হচ্ছে। এর বিপরীতে মুসলমানদের প্রদর্শিত প্রতিক্রিয়াও ভুল। দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর ভাঙচুর দিয়ে কিছু হবে না। মুসলমানদের কথা ও কাজ ইসলামী শিক্ষাসম্মত হলেই কেবল তারা সফলতা লাভ করবে। হুযূর (আই.) বলেন, আমরা যা করতে পারি তা হলো, দোয়া। বিশেষভাবে মুসলিম বিশ্বের জন্য এবং সামগ্রীকভাবে সমগ্র বিশ্বের জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্ তাআলা সবাইকে নিষ্ঠুরতা থেকে রক্ষা করুন এবং পৃথিবীতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করুন। হুযূর (আই.) পাকিস্তানের আহমদীদের জন্যও বিশেষভাবে দোয়ার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, আল্লাহ্ তাআলা শত্রুদের সকল অনিষ্ট ও দুষ্কৃতি থেকে তাদেরকে রক্ষা করুন, আমীন।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
7 July 2023
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in